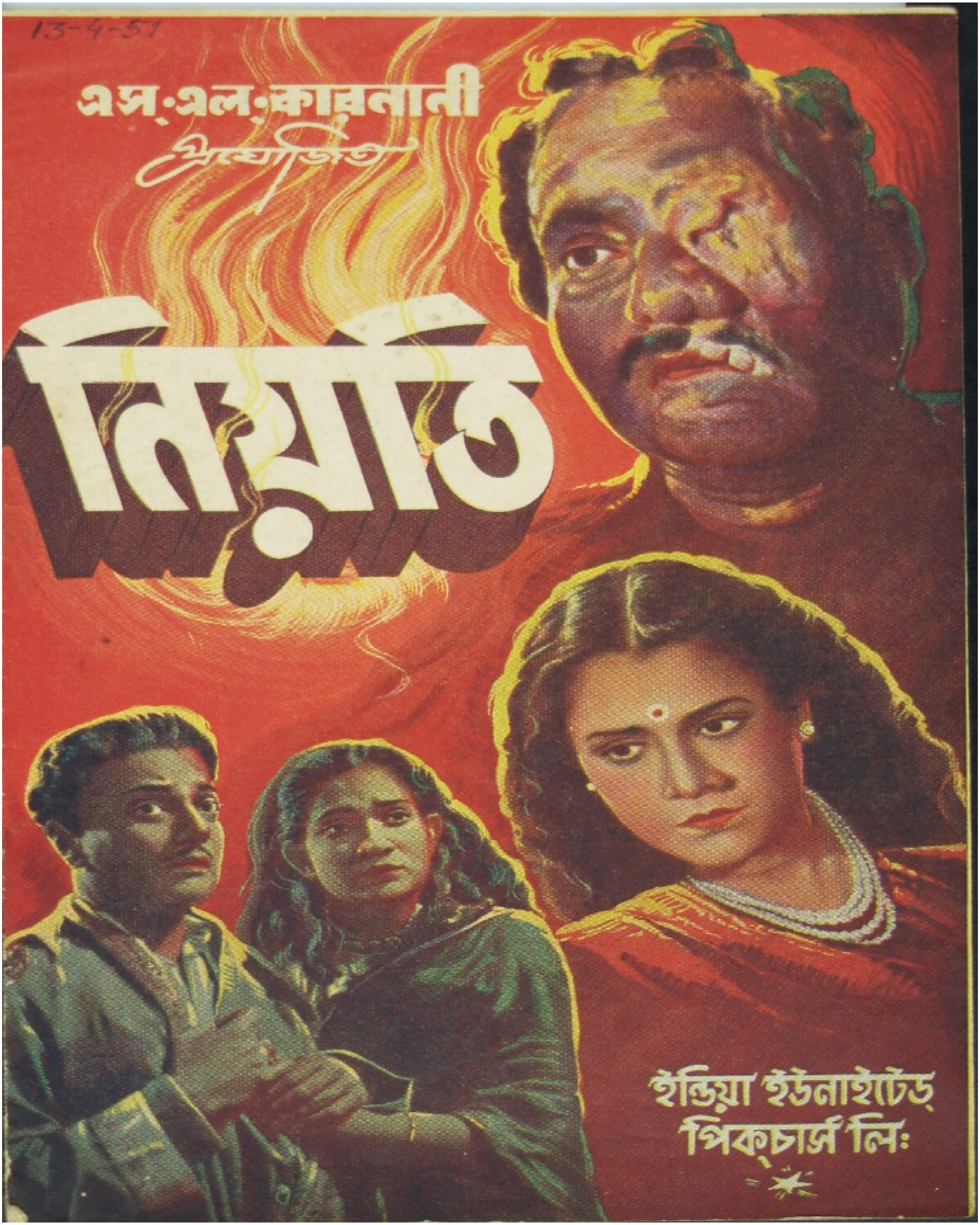
13-4-51
এস.এল.কারনানী
প্রযোজিত
নিয়তি
ইন্ডিয়া ইউনাইটেড
পিক্‌চার্স লিঃ

এস, এল, কারনানীর প্রযোজনায়

ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড পিক্‌চার্স লিঃ-এর নিবেদন

নিতাই ভট্টাচার্য্য রচিত গল্পের ছায়া অবলম্বনে

নিয়তি

চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনা : নরেশ মিত্র

প্রধান সহ-পরিচালনা : বীরেন দাশ

চিত্রশিল্পী : জি, কে, মেহতা
শব্দযন্ত্রী : জে, ডি, ইরাণী
সম্পাদক : রবীন দাস
শিল্প-নির্দ্দেশক : নরেশ ঘোষ
রূপ-সজ্জাকর : প্রাণানন্দ গোস্বামী
ব্যবস্থাপক : বলাই বসাক
আলোকসম্পাত : নরেশ সমাদ্দার
তারাপদ মান্না
মনীন্দ্র, ধ্রুব
সঙ্গীত-পরিচালনা : রবি রায়চৌধুরী
খগেন দাসগুপ্ত
নৃত্য-পরিকল্পনা : অতীনলাল
গীত-রচনা : প্রণব রায়
মোহিনী চৌধুরী
বি, এম, শর্ম্মা
পরিচয়লিখন : শচীন ভট্টাচার্য্য

সহকারীগণ :

পরিচালনা : অশোক সর্ব্বাধিকারী
ধারারক্ষী : রণবীর রায়
আলোক-চিত্রশিল্পী : সর্ব্বেশ্বর শেঠ
কানাই গুপ্ত
অজিত চক্রবর্ত্তী
শব্দগ্রহণ : সন্তু বোস
সম্পাদক : দেবু গুপ্ত
শেখর চন্দ্র
রূপসজ্জা : দেবীদাস হালদার
ভীম নস্কর
ব্যবস্থাপক : অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায়
শিল্প-নির্দ্দেশক : রমেশ চ্যাটার্জ্জী

যন্ত্র-সঙ্গীত : ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা

অস্ত্রোপচার দৃশ্যে যন্ত্রপাতি সরবরাহের জন্য আমরা এঁদের নিকট কৃতজ্ঞ :

হস্‌পিট্যাল সাপ্লাই কোং এবং কে, আর, লিঞ্চ এণ্ড কোং

১১১, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা। ১১৩, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা

[ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে
আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত]

: একমাত্র-পরিবেশক :

ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড্ পিক্‌চার্স লিঃ

৬নং লুকাস লেন, কলিকাতা।

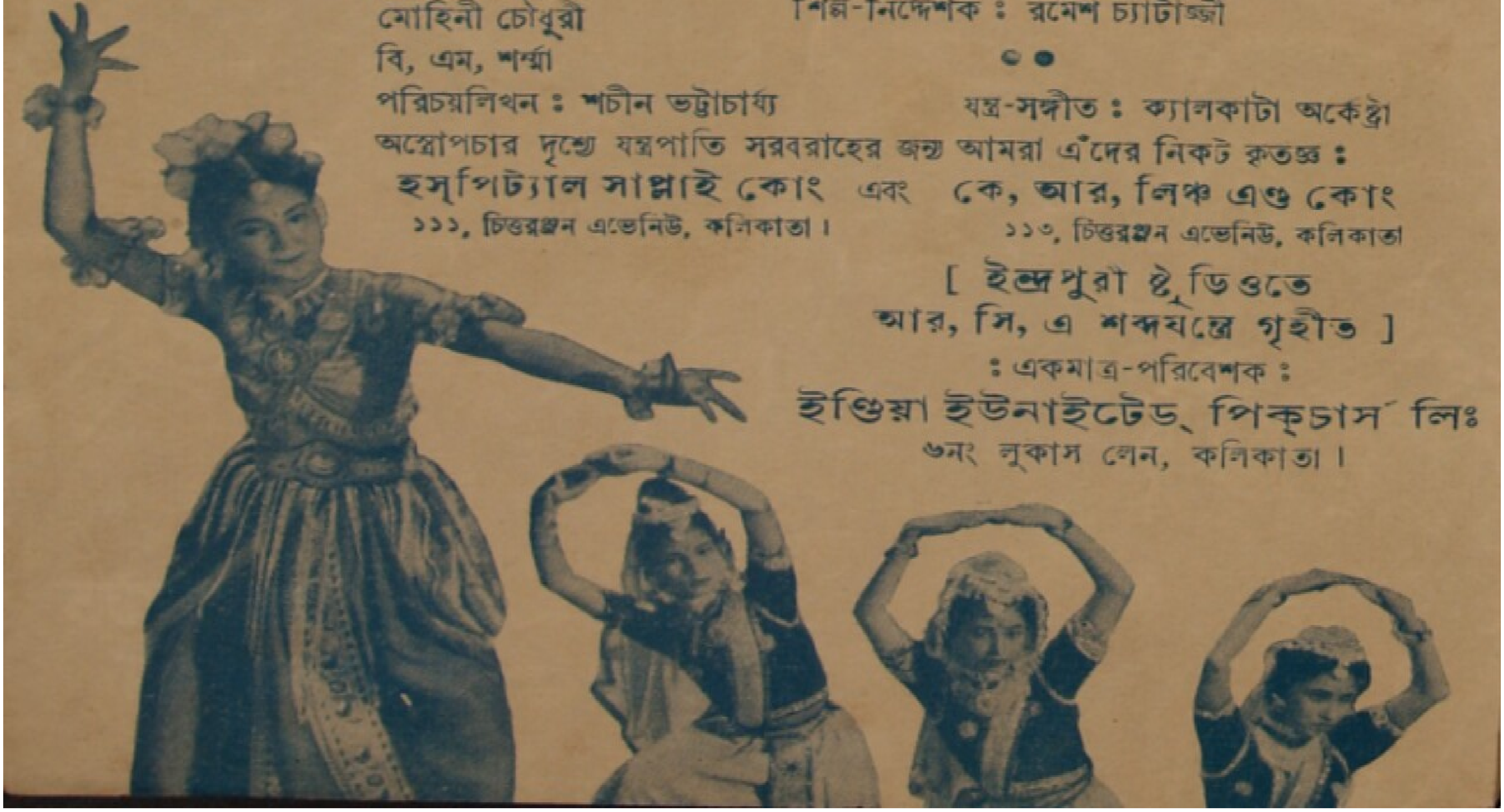

ভূমিকায়

ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, নরেশ মিত্র, মঞ্জু দে, বনানী চৌধুরী, শিখা রাণী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দ রায়, বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, রেবা বোস, রেখা ভৌমিক, সান্ত্বনা দেবী, লক্ষ্মী রায়, সন্ধ্যা দেবী, সুমিত্রা দেবী, সবিতা দেবী, পুষ্প, অবিনাশ দাস, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ চট্টোপাধ্যায়, নিলু ভট্টাচার্য্য, বঙ্কিম দত্ত, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, ম্যাল্‌কম্‌, বিভূতি দাস, অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিমোহন বসু, জহর প্রভৃতি।

নিয়তি (গল্পাংশ)

মৃত ডাক্তার সমীর সেনের একমাত্র মেয়ে মীনুর আজ ম্যানিনজাইটিস্ হয়েছে শতদল নার্সিং হোমে তার ব্রেণে অপারেশন করবে ডাঃ পানিকার।

নার্সিং হোমে ডাক্তার সমীর সেনের বন্ধু শশধরকে সকলের প্রশ্নের উত্তর দিতে হচ্ছে যে, কেন এত বড় অপারেশন সে এমন একজন সামান্য ডাক্তারকে দিয়ে করাবার জন্য বদ্ধপরিকর। তার ওপর এক ঘণ্টা হয়ে গেল অপারেশন এখনও শেষ হলো না, তবে কি মীনুর মৃত্যুর জন্য দায়ী হবে ডাক্তার পানিকার? না— জটিল অপারেশন করতে সময় নিয়েছে বটে, কিন্তু ডাঃ পানিকার ব্যর্থ হননি। সাফল্যের চরম মুহূর্ত্তে অস্ত্রোপচারের বাহাদুরীতে সবাই ভুলে গেল ডাঃ পানিকারকে — যখন মনে পড়লো তখন চেয়ারে বসা ডাঃ পানিকারের প্রাণ মর-জগতে নেই। রহস্যের কুয়াশা চতুর্দ্দিকে ঘনিভূত হয়ে এলো, সেই কুয়াশা ছিন্ন করবার জন্য শেষ পর্য্যন্ত শশধর মুখ খুল্‌লেন। তার মুখ থেকে যে ঘটনার আবরণ উন্মোচিত হলো তা যেমনই দুর্জ্জেয়, তেমনই নিয়তির কুটিল কৌতুকের এক অবিশ্বাস্য পরিণতিতে ভয়াবহ

মানব জীবনের এমন একটি দৃষ্টান্ত, যা যেমন হতবাক্ করে দিল তার শ্রোতাদের— আমরা বিশ্বাস করি তেমনি বিস্ময়ে বিমূঢ় করবে দর্শকদের।

সে কাহিনী হল এই—

ডাঃ সমীর সেন যে মেয়েটিকে বটবৃক্ষ এবং চন্দ্র সাক্ষী করে নিরুপায় হয়ে সকলের অসাক্ষাতে নিভৃতে বিবাহ করে চলে যান বিলেতে, সে এক দরিদ্রের কন্যা— তার নাম 'শতদল'।

বিলেত যাবার পর শতদলের চিঠি তিনি পান, কিন্তু শতদল তার হৃদয়ের সমস্ত মধু-মিশ্রিত একটি উত্তরও পায় না। অল্পদিন বাদেই বিলেতে খবর যায় 'শতদল' মারা গেছে— বিলেতে বন্ধুরা ডাঃ সমীর সেনের নিঃসঙ্গ জীবনকে মধুময় করে তোলবার জন্য উজ্জ্বলা দেবী আর তার হাত এক করে দেয়। এখানে বসে শতদল ম্যাগাজিনে— ছাপা মিলনের ছবি দেখে ভেঙ্গে পড়ে। এদের এই বিপর্য্যয়ের মাঝে চক্রান্ত ছিল শতদলেরই কাকার, যে ঐ মিথ্যে খবর বিলেতে পাঠিয়ে বিভেদের সৃষ্টি করেছে— এরা দুজন তা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে না।

শতদল ভাবে বিলেতে গিয়ে প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হয়েছে সমীর। অতীতের জ্বালা না ভুলতে পেরে শতদল পালিয়ে যায় বোম্বে—রূপান্তরিত হয় অভিনেত্রী সবিতা দেবীতে। তারপর একদিন যবনিকা উত্তোলিত হয় বহু বৎসর বাদে কলিকাতার এক ফিল্ম ষ্টুডিওতে সুবিখ্যাত ডাঃ সমীর সেন যখন তার ধনী চিত্রব্যবসায়ী মক্কেল ঘনশ্যামের কাছ থেকে কল্ পেয়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে অসুস্থ হয়ে পড়া নায়িকার চিকিৎসা ক'রতে যান।

নায়িকা সবিতা দেবী সরে যায় চোখের সামনে থেকে, ভেসে ওঠে 'শতদল'। চিন্‌তে পেরে শতদলকে— নিয়ে আসে নার্সিং হোমে। ছেঁড়া তার আবার জুড়বার আনন্দে অধীর হয়ে সমস্ত সংসার ভুলে ডাঃ সমীর সেন বাঁচিয়ে তোলেন সবিতা দেবীকে নয়—তার শতদল-কে।

স্বামীর কাজ কাজ বাতিকে মনে মনে অসুখী স্ত্রী উজ্জ্বলাকে এই প্রণয় দৃশ্য দেখাবার জন্য একদিন নিয়ে আসে ঘনশ্যাম, যে তার নায়িকার সঙ্গে ডাঃ সমীর সেনের এই অসাধারণ ঘনিষ্ঠতায় ঈর্ষান্বিত। তখন কিন্তু ডাঃ সমীর সেন তার স্ত্রীকে মুক্তি দিয়ে সবিতার সঙ্গে নতুন করে ঘর বাধবার স্বপ্নকে রূপায়িত করে তোলবার জন্য যা কিছু করা দরকার তার বন্দোবস্ত সব করে ফেলেছেন।

সেইদিনই রাত্তিরে ঘনশ্যাম এসে ডাক্তারের পায়ের কাছে পড়লেন আর বললেন আমার এই হার্ট ট্রাবল্ থেকে বাঁচাও ডাক্তার—আমি তোমার যথেষ্ট ক্ষতি করেছি। তবুও" ইন্‌জেকশান তৈরী করে ডাঃ সমীর সেন ফিরে এসে দেখে ঘনশ্যাম 'হার্ট এ্যাটাক্' সামলাতে না পেরে মারা গেছে। কোন সাক্ষী নেই—শুধু ঘনশ্যাম আর সে। লোকে জানে ঘনশ্যামের সঙ্গে ডাক্তারের বিদ্বেষের কথা। কেউ বিশ্বাস করবে না তার এই উক্তিতে। মুহূর্ত্তে ডাঃ সমীর সেন ঠিক করে নিল তার কর্ত্তব্য। রাস্তার এক কুলীকে ডেকে বল্লে, "অজ্ঞান রুগীকে বাড়ী পৌঁছে দিতে হবে, গাড়ীতে ধরাধরি করে তুলে দে।"

বর্দ্ধমানে ঘনশ্যামের সঙ্গে নিজের পোষাক বদলে নিয়ে গাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দিলে ডাঃ সমীর সেন। ষ্টেশনে পৌঁছে দেখলে অপেক্ষমান ট্রেনে সবিতা যাচ্ছে বোম্বেতে। সমীরও তার সঙ্গ নি'ল। বোম্বে গিয়ে ডাঃ সমীর সেন রূপান্তরিত হল—ঘনশ্যাম-এ।

শতদল নার্সিং হোমের মাত্র একজন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইলোনা যে ডাঃ সমীর সেন বর্দ্ধমানে গাড়ীতে আগুন লেগে মারা গেছেন—তার নাম শশধর। আরও, যখন সে দেখলে দুর্ঘটনার আগের দিন সমীর ব্যাঙ্ক থেকে ৫০,০০০৲ টাকা তুলেছে। তখন সে নিশ্চিন্ত হলো এই ভেবে—ঘনশ্যাম আর সবিতা চক্রান্ত করে টাকা নিয়ে বোম্বে পালিয়েছে।

বোম্বেতে পুলিশ গিয়ে যখন

হাজির হলো তখন সমীর শতদলকে সব খুলে বল্‌লে—পালানো ছাড়া আর উপায় নেই। সবিতা আর ডাঃ সমীর সেন মোটরে পালাতে গিয়ে দুর্ঘটনায় পড়লো—সবিতা মারা গেলো। সমীরকে হাঁসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো—তার মুখ সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে।

পুলিশ ৫০।৬০ বছরের ঘনশ্যামই এই আহত লোকটীকে সন্দেহ করে যখন জানলে, যে তার বয়স কোন রকমে ৪০-এর ওপারে হতে পারে না তখন হতবুদ্ধি হয়ে হাল ছেড়ে দিল।

ডাঃ সমীর সেন নিশ্চিন্ত হলো। কিন্তু, তার মেয়ে—তার শতদল নার্সিং হোম—তার বন্ধু শশধর তাকে আবার টেনে নিয়ে এলো যেখান থেকে সে পালিয়েছিল সেখানে। শশধর তাকে দেখে যখন আর্ত্তনাদ করে উঠলো—তখন সে নিজের পরিচয় দিলে, "আমি ডাক্তার সমীর সেন।"

শশধর সমীরকে ছদ্মবেশের আড়ালে রেঙ্গুন ফেরত ডাঃ পানিকার বলে পরিচয় দিয়ে রেখে দিলো। ডাঃ সমীর সেন তার জীবনের তীর্থক্ষেত্র শতদল নার্সিং হোমে মুখ ঢাকা দিয়ে শেষ ক'টা দিন কাটিয়ে দেওয়ার অপেক্ষায় যখন, তখনই একদিন তার নিজেরই মেয়ে মীনু ম্যানিনজাইটিশ্‌ নিয়ে এলো তার কাছে। এই অপারেশন যতই শক্ত হোক আর ডাঃ পানিকারের পক্ষে যত অসম্ভবই হোক তবুও ডাঃ সমীর সেন কি তার নিজের মেয়ের ভার অন্য লোকের ওপর ছেড়ে দিতে পারেন ?

★
★★

সঙ্গীতাংশ

(এক)

স্বাগতম স্বাগতম
স্বাগতম সুন্দর দেবরাজ নন্দন
নন্দনবাসীগণ বন্দে
মধু মকরন্দে পারিজাত গন্ধে
দশদিশি উথলে আনন্দে
তব মনোরঞ্জন মানসে
মোরা মিলিত ললিত লীলা লালসে
প্রসন্ন চিত্তে ভুঞ্জ এ নৃত্যে
তৃপ্যতু সঙ্গীত ছন্দে
স্বাগতম।

(দুই)

মধু ফাল্গুন শতবার আসুক ফিরে
শুভ জন্মদিনের তব জীবন ঘিরে
(তব) পুষ্পিত অন্তর কুঞ্জ শাখে
যেন চিরদিন মঞ্জুল পাপিয়া ডাকে
শত মধুমাস যেন তার মাধুরী দিয়ে
গেঁথে দেয় জীবনের মালাটিরে
(তুমি) বাশরীর মত হও ছন্দ পরা
মলয়ার মত ফুল গন্ধ ভরা
নবীন আশায় ভরা পরাণে তব
সোনালি ফসল যেন দোলে
দোলে সমীরে
স্মরণে রেখ এই জন্মতিথি
সুখ স্বপ্ন সম এই মিলন স্মিতি
আজিকার চাঁদ যেন এমনি হাসে
তোমারি নভে প্রতি রাতের তীরে

(তিন)

মনমে যো বসায়া প্যার
তো না দুনিয়া সে ডরনা জী
ঔর যো জগসে হো ডরনা
তো নফের প্যার করনা জী
হায় জলতী দুনিয়া জলনে দেও
যো করতী হায় সো করনে দেও
না ঘাবড়া কর জমানে সে
কভি ভি তুম বিছুড়না জী
যো তেরে মনকা হায় রাজা
যো হায় তেরে মনকি রাণী
উসে আখো সে তু আপনি
না হরগীজ দুর করনা জী।

(চার)

যদি ফুল ফোটে মন বনে
তবে কাঁটায় তোর ভয় কীরে
দীপ যদি তোর উঠল জ্বলে
অঞ্চলে তায় রাখ ঘীরে
যদি হারিয়ে যাওয়ার সাথী তোর
ফিরে এল পথ ভুলে
আর হারাসনি তারে ভুল করে
নে বরণ করে মন মন্দিরে।

★★★

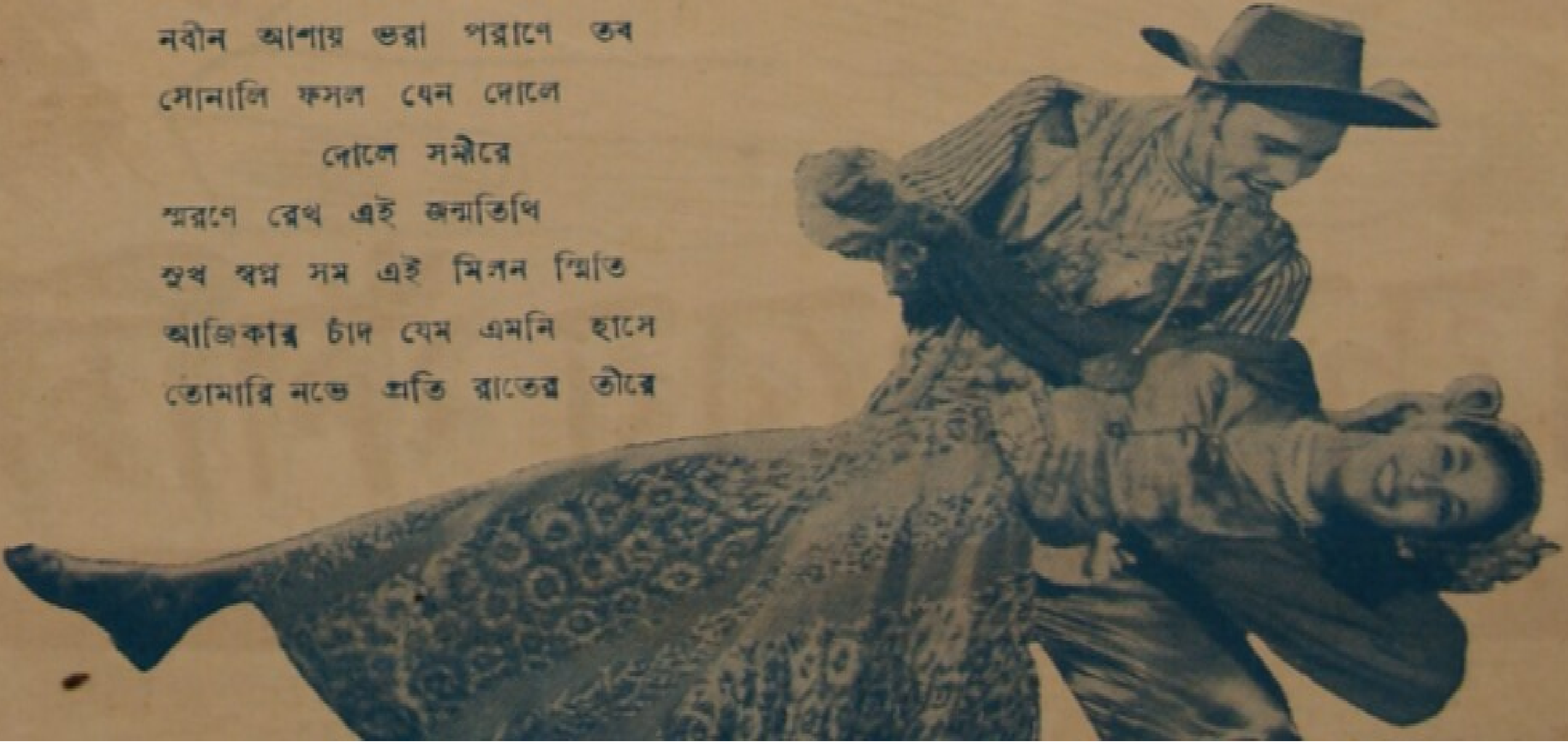

নন্দকুমারের ফাঁসি

ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড পিক্‌চার্স লিঃ-এর আগামী চিত্র !

শ্রীসুশীল সিংহ কর্তৃক সম্পাদিত এবং ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড পিকচার্স লিঃ ; ৬, লুকাস লেন, কলিকাতা হইতে
প্রকাশিত ও ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ ; ১-এ ঠাকুর ক্যাসল ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত।